ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রস্তাবিত ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ : পর্যালোচনা ও সুপারিশ

পটভূমি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া) প্রকাশ করেছে, যার শুরুতেই বলা হয়েছে যে, "এটি প্রাথমিক খসড়া। অংশীজনের মতামতের প্রেক্ষিতে তা খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।" আমরা জানি যে, বিগত সরকার ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৬ ধারায় "অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, ইত্যাদির দণ্ড" সম্পর্কিত বিধান করার পর থেকেই এ ধরনের একটি আইন করার উদ্যোগ সময়ে সময়ে নিয়েছিলো এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা মতামত দিয়েছিলেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এই প্রতিটি প্রচেষ্টায় নিজেদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে খসড়াগুলোর ওপর মতামত প্রদান করেছে এবং বারে বারে এমন আইনের খসড়া প্রস্তুত করে জনগণের মতামত প্রদানের জন্য তা উন্মুক্ত করার আগে যথাযথ গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করে, অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে মতামত নিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে খসড়া প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করেছিল। টিআইবি উপলব্ধি ও বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের আইন বিশেষায়িত আইন। যেখানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এ সম্পর্কিত সুর্নিদিষ্ট আইন বলবৎ আছে, সেখানে বাংলাদেশের মতো মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দেশ এখনো এ বিষয়ক আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালু রেখেছে। দেরিতে আইন করার একটি সুবিধা হলো এই যে, বাংলাদেশ চাইলে অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই শিখতে পারবে এবং নতুন করে অধিকাংশ জিনিস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা নাই।

যথাযথ আইনী কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিয়ে গত ছয় দশকে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে টিআইবি জোর দিয়ে বলেছে যে, এ ধরনের আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে যথাযথ গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি মৌলিক একাডেমিক গবেষণা (fundamental/original research) বা ভিত্তি গবেষণা [benchmark study] করে অংশীজনের মতামত নিয়ে, তাঁদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় নিয়ে তারপর এ ধরনের আইন বা অধ্যাদেশের প্রথম খসড়া প্রকাশ করার পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব আমলে নেওয়া হয়নি।

জনগণের কাছে বিগত সরকারের সে অর্থে জবাবদিহিতা ছিলো না বিধায় এ ধরনের প্রস্তাবকে আমলে না নিয়ে সরকারের দায়িত্বশীলরা গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করে একটি খসড়া করে তাতে সবার মতামত প্রদানের জন্য উন্মুক্ত করেছিলো। বর্তমান সরকারও সেই গতানুগতিক পথেই হাটছে বলেই আমরা লক্ষ করছি। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সরকার দৃশ্যত কোন একাডেমিক গবেষণা না করেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এ বিষয়ক আইনের খসড়া প্রণয়ন করার পর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে উক্ত খসড়ার ওপর মতামত আহ্বান বা প্রত্যাশা করেছে। আমরা মনে করি, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই ধরনের একটি আইন করা হলেও তা এর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে না। এই বিষয়টি উপলব্ধি করা আরও

গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করলে তথ্য সুরক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিশেষ করে ''ডিজিটাল অর্থনীতি'' বা ''ডিজিটাল বাণিজ্য''- এর প্রেক্ষাপটে বেশ জটিল হবে।

মতামতের জন্য উন্মুক্ত করা অধ্যাদেশটি অতিমাত্রায় বিধি এবং প্রবিধান-নির্ভর। সে কারণে এই প্রতিবেদনে প্রদত্ত আমাদের পর্যবেক্ষণ, মতামত, প্রস্তাব, ও সুপারিশগুলো সরকার চাইলে সব সময়ই ভবিষ্যতে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। আবার সরকার এমন যুক্তিও দিতে পারে যে, আমাদের উত্থাপিত বিষয়গুলো তারা বিধি বা প্রবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রেখে দিয়েছে। এমন বাস্তবতায় এবং এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ার ওপর পর্যালোচনা এবং মতামত আমাদের প্রদান করছি-

খসড়া অধ্যাদেশের আইনের শিরোনাম

আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশের শিরোনাম করা হয়েছে- "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫", শাব্দিক অর্থে যার ইংরেজি হবে- the Personal Data Protection Ordinance, 2025 এবং এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমানে ইউরোপে প্রচলিত the General Data Protection Regulation আইনটিকে অনুসরণ করেই এই শিরোনামটিকে বাছাই করা হয়েছে। তা ছাড়া, এর পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। ধারণা করা যায় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "প্রশাসনিক পরিভাষা, ২০১৫" এ ব্যবহৃত ডেটা (Data) শব্দটির পরিভাষা "উপাত্ত" বা আইন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত "আইন-শব্দকোষ [English-Bengali Law Lexicon], পৃ. ৩৩৪- তে ব্যবহৃত Data Protection শব্দগুলোর পরিভাষা "উপাত্ত সুরক্ষা" আলোচ্য আইনের খসড়াকারীদের এমন শব্দ চয়নে উৎসাহ যুগিয়েছে।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি কথা বলে রাখা প্রাসঙ্গিক হবে। আর তা হলো- Data Protection শব্দগুলো যদিও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা-সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তারপরও এক্ষেত্রে সব সময়ই যে, আইনের শিরোনামে Data Protection শব্দগুলো ব্যবহার করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আঙ্কটাড (UNCTAD)-এর সূত্র মতে, বিশ্বের যে ১৯২ দেশের মধ্যে ১৪৫টি দেশে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে দেশীয় আইন রয়েছে, তার মধ্যে ৯১টি দেশ তাদের আইনের শিরোনামে ডেটা প্রটেকশন (Data Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে, যেমন এ সম্পর্কিত জার্মানির আইনের শিরোনাম- Federal Data Protection Act এবং যুক্তরাজ্য, সুইডেন, মাল্টা, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের আইনের শিরোনাম the Data Protection Act।

কমপক্ষে ৬০টি দেশ, তাদের আইনের শিরোনামে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (Personal Information Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে [উদাহরণস্বরূপ- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইত্যাদি]। অন্যদিকে, অন্তত ৩০টি দেশের আইনের শিরোনামে ''গোপনীয়তা'' (Privacy) শব্দটি পাওয়া যাবে [উদাহরণস্বরূপ- অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]। এ ছাড়া কিছু কিছু দেশ যেমনঃ মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা তাদের আইনের শিরোনামে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (Personal Data Protection) শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। এর বাহিরেও বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে তাদের আইনের শিরোনাম করেছে যেমন- বাহামার আইনের শিরোনাম Data Protection (Privacy of Personal Information) Act 2003; চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্কের আইনের শিরোনাম- Act on Processing of Personal Data, ফিনল্যান্ডের আইনের শিরোনাম the Personal Data Act। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আইনের শিরোনাম ভিন্ন হলেও আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অভিন্ন অর্থ্যাৎ ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা।

বাংলাদেশে এ সম্পর্কে একক কোন আইন নাই, আর সে সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্যই আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশটি প্রকাশ করা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। এবার আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশের শিরোনামে ব্যবহৃত "উপাত্ত সুরক্ষার'' "উপাত্ত" শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে "ডেটা" বলতে যা বুঝায় তার সমমানের সমার্থক শব্দ বাংলা ভাষায় পাওয়া কঠিন। উপাত্ত (Data) শব্দটি দিয়ে প্রচলিত অর্থে বাংলায় যা বুঝায়, তার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাধারণত যে উদ্দেশ্যে এই ধরনের আইন করা তার সাথে যথেষ্ট এবং পুরোপুরি সম্পর্ক নাই, কেননা সারা বিশ্বে এই ধরনের আইন করা হয় একজন জীবিত মানুষের (natural person) নানান ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information) যেমনঃ তার নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সর্বোপরি এমন কোনো তথ্য বা তথ্য সমষ্টি যা দ্বারা তাকে কোনোভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা যায়, সেগুলোর সুরক্ষার জন্য।

বাংলায় উপাত্ত (Data) শব্দটির একের অধিক অর্থ প্রচলিত রয়েছে এবং ভিন্ন প্রেক্ষিতে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কম্পিউটার বিজ্ঞানে ডেটা বলতে যা বোঝায়, গণিত বা পরিসংখ্যানে ডেটা বলতে আবার তা না বুঝিয়ে ভিন্ন কিছু বোঝায়। গণিত বা পরিসংখ্যানে, "প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাকে উপাত্ত বলে।" আবার, যেহেতু প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাই উপাত্তকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়- বিন্যস্ত ও অবিন্যস্ত। উপাত্তগুলোকে ক্রম বা শ্রেণি অনুযায়ী সাজিয়ে প্রকাশ করাকে বিন্যস্ত উপাত্ত বলে, আর যে উপাত্তগুলো কোনো বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো থাকে না, তাকে অবিন্যস্ত উপাত্ত বলে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রণীত Statistics & Informatics Policy, 2016 এ বলা হয়েছে informatics এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উপাত্ত, যা তথ্যের মূল উপাদান আর প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত অসংবদ্ধ তথ্যকে বলে উপাত্ত। অন্যদিকে, তথ্য (information) হলো সুবিন্যস্ত মানে সাজানো উপাত্তের একটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, "উপাত্ত" বলতে প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত অসংবদ্ধ তথ্যকে বুঝায়, যেগুলো পরে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর পরে সেটি সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য রূপ ধারণ করলে তাকে "তথ্য" বলে। তাই, অধ্যাদেশের শিরোনামে ''উপাত্ত'' ব্যবহার করলে তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে অধ্যাদেশটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি।

অন্যদিকে, আইনের জগতেও "ডেটা" বলতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন কিছু বোঝানো হয়- যেমনঃ প্রচলিত তথ্য প্রযুক্তি আইনে কম্পিউটার বিষয়ে ডেটা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, গোপনীয়তা সম্পর্কিত আইনে তা ভিন্নভাবে ব্যক্তিগত তথ্য নামে ব্যবহৃত হয়। ডেটা বা উপাত্ত শব্দটির সংজ্ঞা বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯নং আইন)-এ দেওয়া হয়েছে, যেখানে ধারা ২(১০)-এ উপাত্তের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

' "উপাত্ত" অর্থ কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশাবলী যাহা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া, পাঞ্চকার্ড, পাঞ্চ টেপসহ যে কোনো আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে অথবা যাহা অভ্যন্তরীণভাবে কোনো কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত;'

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ - এর বেলায় ও এই একই সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হবে, কেননা এই আইনের ধারা ২(২) বলা হচ্ছে যে, "এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই আইনে প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।''

অন্যদিকে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এ "তথ্য" অর্থে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;”

আমাদের মতে, এই তথ্য অধিকার আইনে যেহেতু ‘কোনো দপ্তরের সংরক্ষিত নথিসমূহের নোটশিট ব্যতিত অন্য যে কোনো ধরনের তথ্য সম্বলিত বস্তু বা এর অনুলিপি তথ্য হিসেবে গণ্য’ হয়, এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের শিরোনামে Personal Information এবং Personal Data শব্দগুলো হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়, আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই Data শব্দটির যথাযথ অর্থ প্রকাশক সমার্থক শব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না, তাই কেবলমাত্র অভিধানে বর্ণিত শব্দের পরিভাষা ব্যবহার না করে যদি এই আইন প্রণয়ন করার মূল উদ্দেশ্য যা খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং বিভিন্ন ধারা থেকে বুঝা যায় আর এর সাথে যদি এ ধরনের আইন প্রণয়নের ইতিহাস বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, এক্ষেত্রে ডেটা শব্দটির আভিধানিক পরিভাষা “উপাত্ত” ব্যবহার করলে এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। এ ছাড়া ‘‘ব্যক্তিগত তথ্য’’ বা এর সুরক্ষা, গোপনীয়তা এগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রচলিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬(১)(দ)-তে বলা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির “ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার”- অধিকার থাকবে। এই একই আইনের অধীনে ২০১৯ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর অধীনে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালাতেও ব্যক্তিগত তথ্য শব্দগুলোর ব্যবহার হয়েছে।

তাই ভবিষ্যতে এই আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সেগুলোর ব্যাখ্যার ঝামেলা এড়াতে প্রস্তাবিত আইনের শিরোনাম “ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন” বিবেচনা করাই যৌক্তিক হবে বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি, আমরা আমাদের এই প্রতিবদনে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ‘‘উপাত্ত’’ শব্দটির পরিবর্তে ‘তথ্য’ শব্দটি ব্যবহার করছি।

খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের বড় দাগে দুটি দিক থাকে একটি হচ্ছে মানবাধিকারের দিক এবং অন্যটি হচ্ছে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কিত। অত্র খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় “কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্ত তাহার অধিকার” শব্দগুলো যোগ করে ‘‘ব্যক্তিগত উপাত্তকে’’ একজন ব্যক্তির (তথ্যধারী বা উপাত্তধারীর) অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু, খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় “অন্যান্য দেশের উত্তম চর্চার প্রতিফলনে” এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হলেও এগুলো কোনো সুর্নিদিষ্ট অর্থ বহণ করে না এবং এগুলো না থাকলেও অর্থের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ছাড়া, আইন প্রণয়নের সাধারণ চর্চা হিসেবে খুব সাধারণভাবেই সব সময়ই “অন্যান্য দেশের উত্তম চর্চা”-কে বিবেচনা করা হয়। তাই, আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনার অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং ভবিষ্যতে এইগুলো অধ্যাদেশের বিধান প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি করতে পারে বলে এই শব্দগুলো পরিহার বা বাতিল করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

এ ছাড়া, আমরা ইউরোপীয় [General Data Protection Regulation] আইনটি বিবেচনা করি তবে সেখানে দেখতে পাবো যে, এমন তথ্যের ''উন্মুক্ত প্রবাহের'' কথা উল্লেখ করা আছে। ইন্টারনেটভিত্তিক বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ব্যক্তিগত তথ্য ''জ্বালানি'' হিসেবে বিবেচিত হয় এবং আমাদের জীবনের প্রায় পুরোটা ইন্টারনেট নির্ভর বলে, খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় তথ্যের ''উন্মুক্ত প্রবাহের'' কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি, ২০২৩ সালে প্রণীত ভারতের আইনের দীর্ঘ শিরোনাম অনুসরণে 'আইনগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিগত তথ্যপ্রক্রিয়া' করার বিষয়টিও খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

<u>ধারা ১</u>

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ১ এর শিরোনাম "সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন" হলেও অধ্যাদেশটি কখন থেকে প্রয়োগ বা কার্যকর হবে, তেমন কোনো সময়ের নির্দেশ নেই। অর্থ্যাৎ এই অধ্যাদেশের বিধান কবে থেকে কার্যকর হবে সে সম্পর্কে কোনো বিধান এখানে অন্তর্ভুক্ত (যা যে কোনো আইনের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ একটি ব্যাপার) করা হয়নি। যদি খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ৯ তে উপাত্ত-জিম্মাদারের শ্রেণীবিভাগ করার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং ধরে নেওয়া হয় যে, সেখানে কিছু নিয়ম বা বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রকে অর্ন্তভুক্ত করা হবে, কিন্তু এ থেকে অধ্যাদেশটি প্রয়োগ শুরু হওয়ার জন্য পরিষ্কার কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

আমরা বিগত সময়ে, এ ধরনের আইন বা অধ্যাদেশের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে একসাথে সকল ব্যবসা বা ক্ষেত্রকে বিবেচনা না করে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে কেবলমাত্র বিশেষ কিছু ক্ষেত্র বা সেক্টর যারা প্রচুর পরিমান ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করে তাদেরকে বিবেচনা করার জন্য মতামত প্রদান করেছিলাম। কেননা, এ ধরনের আইন বা অধ্যাদেশের বিধান যদি সকল ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে এর বিধান বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ সবার জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক হবে- যা আসলে অসম্ভব একটি ব্যাপার। এ ছাড়া, সক্ষমতা বিবেচনা করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না এবং এতে করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মক ক্ষতি মুখোমুখি হবে।

ধারা ১(২)(গ)-তে বলা আছে যে, এই খসড়া অধ্যাদেশের বিধান "বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত উপাত্তধারীদের পণ্য বা পরিষেবা প্রদান, অথবা পর্যবেক্ষণ (monitoring) বা পরিলেখা (profiling) সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রমের সূত্রে বাংলাদেশের বাহিরে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করেন।" এই বিধানটি একটি চমৎকার বিধান তবে অধ্যাদেশের ধারা ৫৬ তে বর্ণিত "বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের বিধানে লঙ্ঘন" বিষয়ক বিধান বিবেচনায় নিলে এই বিধানটি কিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠে কেননা খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ৫৬ তে কেবল কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর দশম অধ্যায়ে অধীন নিবন্ধিত কোন বিদেশি কোম্পানি দ্বারা এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধানের কথা বলা আছে। উদাহরণস্বরূপঃ ফেসবুক বা আমাজনের মতো অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত উপাত্তধারীদের পণ্য বা পরিষেবা প্রদান, অথবা পর্যবেক্ষণ (monitoring) বা পরিলেখা (profiling) সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রমের সূত্রে বাংলাদেশের বাহিরে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে, কিন্তু তাদের কোন কাজের জন্য তাদেরকে কোন শাস্তির আওতায় আনা যাবে?

ধারা ২ সংজ্ঞাঃ

“অর্থ” এবং “অর্ন্তভুক্ত করিবে”

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ২ তে সকল শব্দ বা ধারণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ‘‘অর্থ’’ (means) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আইনের জগতে ‘‘অর্থ’’ (means) এবং “অন্তর্ভুক্ত করে” (includes) এই দুটি ধারণা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে বলে বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

ধারা ২ (গ) উপাত্তধারী (data subject)

এই ধরনের আইনের ক্ষেত্রে “ব্যক্তি” শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এ ধরনের আইন করাই হয় একজন জীবিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা প্রদানের জন্য। আইনের পরিমন্ডলে “ব্যক্তি” বলতে যেহেতু ‘‘আইনগত ব্যক্তিস্বত্তা’’ ও অর্ন্তভুক্ত থাকে [অত্র খসড়া অধ্যাদেশেও তাই করা হয়েছে, দেখুনঃ ধারা ২(ণ)], তাই আমরা মনে করি ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের ক্ষেত্রে “ব্যক্তি” বলতে বিশেষ করে ‘তথ্যধারী’ বলতে জীবিত ব্যক্তিকে সুর্নিদিষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। এ ছাড়া, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে ভারতের আইনের অনুসরণ করে ‘‘তথ্যধারী’’ শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে এভাবে-

(গ) “তথ্যধারী” বলতে ব্যক্তিগত তথ্য-সম্পর্কিত জীবিত ব্যক্তিকে বোঝায়; যেখানে একজন শিশুর ক্ষেত্রে তার পিতামাতা বা আইনগত অভিভাবক এবং একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাঁর পক্ষে কাজ করা আইনসম্মত অভিভাবক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

ধারা ২ (ঘ) উপাত্ত-জিম্মাদার (data fiduciary)

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ২ (ঘ)-এ উপাত্ত-জিম্মাদার (data fiduciary) শব্দটির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক চর্চা হচ্ছে জিম্মাদার (fiduciary) শব্দটি ব্যবহার না করে বরং ‘‘নিয়ন্ত্রক’’ (controller) [যেমনঃ ইউরোপীয় আইন] বা ‘‘ব্যবহারকারী’’ (user) [যেমনঃ মালয়েশিয়ান আইন] শব্দগুলোর ব্যবহার করা। আমাদের জানা মতে, শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোনো দেশের আইনে ‘‘উপাত্ত-জিম্মাদার’’ (data fiduciary) শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি।

আমরা মনে করি এটা যথাযথ নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বাংলায় জিম্মাদার (responsible) শব্দটির সাথে জিম্মা (custody), বিশ্বাস বা আস্থার একটা সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৬(২)(ক) থেকে ও বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রক (controller) মানে যিনি নিয়ন্ত্রণ আর ‘‘ব্যবহারকারী’’ (user) মানে যিনি ব্যবহার করেন। বর্তমানে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করে আমাদের তথ্য যারা বা যেসব পণ্য ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করে, তাদের সাথে আমাদের আস্থার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন, যদিও তারা আমাদের তথ্য ব্যবহার করে এবং আমাদের অনলাইন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ করে ধারণাটিকে “তথ্য নিয়ন্ত্রক” বা মালয়েশিয়ার আইন অনুসরণে “তথ্য ব্যবহারকারী” শব্দগুলো ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

এ ছাড়া, আমরা যদি ইউরোপিয় আইনটি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, সেখানে বলা আছে এই সংজ্ঞার মধ্যে “সে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যারা ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য এবং উপায়কে নিয়ন্ত্রণ করেন”। আমরা মনে করি ইউরোপিয় আইনের উক্ত অংশটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই বিষয়টি সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

ধারা ২ (চ) জেনেটিক উপাত্ত (genetic data):

জেনেটিক উপাত্তের সংজ্ঞায় ''চারিত্রিক'' শব্দটির ব্যবহার করা হয়ছে। বাংলায় চরিত্র (character) শব্দটির ভিন্ন অর্থ আছে এবং এটি কোনোভাবেই উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুগতিক বৈশিষ্ট্য নয়। সে কারণে আমরা মনে করি এক্ষেত্রে ''দৈহিক বা শারীরিক'' শব্দগুলো ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আন্তর্জাতিক চর্চা খেয়াল করলেও দেখা যাবে যে, এমন ক্ষেত্রে "চারিত্রিক" শব্দগুলো ব্যবহার না করে "শারীরিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

ধারা ২ (ঝ) প্রক্রিয়াকরণঃ

খসড়া অধ্যাদেশে বর্ণিত "প্রক্রিয়াকরণ" শব্দটির সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং সে কারণে এই সংজ্ঞার বিধান বিবেচনা করলে এই কথাটি মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই খসড়া অধ্যাদেশের বিধান বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকদের জন্য কার্যকর হবে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক উপাত্ত জিম্মাদার এবং প্রক্রিয়াকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

কিন্তু, সংজ্ঞাটিতে "সংযোজন" শব্দটির দুটি ইংরেজি সমার্থক শব্দ অর্থ্যাৎ structuring ও combination ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা মনে করি এগুলো পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে।

ধারা ২ (ঠ) বায়োমেট্রিক উপাত্তঃ

উপরে বর্ণিত জেনেটিক উপাত্তের সংজ্ঞার মতো এখানেও ''চারিত্রিক'' শব্দটির ব্যবহার করা হয়ছে। বাংলায় চরিত্র (character) শব্দটির ভিন্ন অর্থ আছে এবং বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কারও চরিত্র (character) নির্ধারণ করা যায় না বলে, আমরা মনে করি এক্ষেত্রে ''দৈহিক বা শারীরিক'' শব্দগুলো ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আন্তর্জাতিক চর্চা খেয়াল করলেও দেখা যাবে যে, এমন ক্ষেত্রে "চারিত্রিক" শব্দগুলো ব্যবহার না করে "শারীরিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

ধারা ২ (ত) ব্যক্তিগত উপাত্তঃ

এই ধরনের আইনের ক্ষেত্রে "ব্যক্তিগত উপাত্ত" শব্দদুটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এ ধরনের আইন করাই হয় একজন জীবিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা প্রদানের জন্য। তাই এ সংজ্ঞাটিতে আমরা বিষয়টি যথাযথভাবে উল্লেখ করে নিম্নলিখিতভাবে বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করছি-

(ত) "ব্যক্তিগত তথ্য" বলতে "কোনো জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কিত এমন কোনো তথ্য, যেমনঃ উক্ত ব্যক্তির নাম, পিতা-মাতার নাম, যে কোনো ধরনের শনাক্তকরণ নম্বর, আর্থিক তথ্য (financial data), অবস্থান (location) চিহ্নিতকরণ তথ্য বা অনুরুপ অন্য কোনো অনলাইন শনাক্তকারী তথ্য, অথবা কোনো জীবিত ব্যক্তির শারীরিক, শরীরবৃত্তীয়, জেনেটিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত উপাদান ও প্রবিধান দ্বারা সংযোজিত/নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য সম্বলিত উপাদানকে বুঝাইবে যাহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।

আমরা যদি ইউরোপিয় আইনটি বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, ব্যক্তিগত উপাত্তের চুক্তি সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ।

ধারা ২(ন) সম্মতি

এই ধরনের আইনের ক্ষেত্রে "সম্মতি" শব্দগুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমরা ইউরোপিয়ান আইনে বর্ণিত সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক বলে আমরা উক্ত সংজ্ঞাটি বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করছি।

"তথ্যধারীর সম্মতি" বলতে একটি বিবৃতি বা স্পষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ বা ইঙ্গিতকে বুঝায় যা স্বাধীনভাবে প্রদত্ত, সুনির্দিষ্ট, জ্ঞাত, শর্তহীন ও সুস্পষ্ট এবং যার মাধ্যমে তথ্যধারী নিজ সম্পকিত যে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সম্মতি প্রকাশ করেন;

ধারা ২ (ফ) "সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত"

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ২ (ফ)-তে বিভিন্ন ধরনের সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্যের তালিকা দেওয়া হলেও এর যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সংবেদনশীল তথ্যের নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি বিবেচনা করা প্রয়োজন-

"(ফ) সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত" বলতে এমন কোনো তথ্যকে বুঝায়, যা একবার ফাঁস হয়ে গেলে বা অবৈধভাবে ব্যবহার করা হলে, সহজেই তথ্যধারীর মানবিক মর্যাদা লঙ্ঘন হতে পারে, অথবা একজন তথ্যধারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, যেমন (যদিও এই তালিকা সীমাবদ্ধ নয়):

(অ) . . . . .

(আ) . . . . .

(ই) . . . . . "।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নীতি

খসড়া অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেহেতু একগুচ্ছ ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত একগুচ্ছ নীতিকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে তাই এর শিরোনাম 'নীতি' এর পরিবর্তে 'নীতিমালা' হওয়া যৌক্তিক।

ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নীতিগুলো এই ধরনের আইনের প্রাণ এবং এগুলো সারাবিশ্বের আইনে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নীতিগুলোর কিছু রাখা হয়েছে এবং কিছু অত্র খসড়া অধ্যাদেশে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা মনে করি এমন ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের দেশে এই ধরনের আইন তৈরি করতে ইতোমধ্যে অনেক সময় চলে গেছে এবং সাধারণ মানুষের এ ধরনের আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই।

ইউরোপের আইন, যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের আইনে যে নীতিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে- আইনসম্মতা, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা (lawfulness, fair and transparent); উদ্দেশ্য সীমিতকরণ (purpose limitation); ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহকরণ (data minimization); নির্ভুলতা (accuracy); সীমিত সংরক্ষণ (storage limitation); শুদ্ধতা এবং গোপনীয়তা (integrity and confidentiality); এবং জবাবদিহিতা (accountability)।

অন্যদিকে আমাদের অত্র খসড়া অধ্যাদেশে যে নীতিগুলোকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো-

আমাদের খসড়া অধ্যাদেশে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি মৌলিক নীতিগুলোকে বিবেচনা করা হয়নি সেগুলো হলো- "আইনসম্মতা" অর্থ্যাৎ আইন অনুসরণে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করা; উদ্দেশ্য সীমিতকরণ (purpose limitation) অর্থ্যাৎ শুধুমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্য পালনের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করা; এবং ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহকরণ (data minimization) অর্থ্যাৎ যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহ করা, ইত্যাদি।

যদিও লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, খসড়া অধ্যাদেশে শুদ্ধতা (integrity) বলতে "আইনসম্মতা" (lawfulness) অথ্যাৎ আইন অনুসরণে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করার কথা বলা হয়েছে। আবার প্রকাশ নীতিতে জবাবিহিতা (accountability) এবং উদ্দেশ্য সীমিতকরণ (purpose limitation) -এর বিধান যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, গুণগত-মান (quality) নিশ্চিতকরণ ও উপাত্তে প্রবেশাধিকার (access) সম্পর্কিত বিধানে নির্ভুলতা (accuracy) সম্পর্কিত বিধান যোগ করা হয়েছে।

এ ছাড়া, ধারা ৪(চ) এর তৃতীয় লাইনে "সাংগঠনিকভাবে" শব্দটি সঠিক অর্থ প্রাদান করে না। এখানে সম্ভবতঃ "প্রাতিষ্ঠানিকভাবে" বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

পাশাপাশি, ধারা ৪ (ছ)-তে বর্ণিত "প্রয়োগযোগ্য মানদণ্ড" সম্পর্কিত বিধানটি একটি সাধারণ বিধান হতে পারে; কিন্তু, এটিকে নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এমন কোনো আন্তর্জাতিক আইনি দলিল সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

এই অধ্যায়ের শিরোনাম হওয়া উচিত- "আইনগতভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ" অথবা "ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের আইনগত ভিত্তি"

ধারা ৫

ধারা ৫ (১) এর বক্তব্য ব্যাকরণগতভাবে অসম্পূর্ণ। এক্ষেত্রে, অধ্যাদেশের ধারা ৮ এর বিধান বা বক্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, আমরা মনে করি, একবার সংগৃহীত তথ্য পরে আবার অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (repurpose and reuse of data) ব্যবহারের দরকার পড়লে নতুন করে সম্মতি নেওয়ার বিধান এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ইউরোপিয় আইনের আলোকে ধারা ২-এ ব্যবহারের জন্য আমরা ইতোমধ্যে "সম্মতি" শব্দটির একটি বর্ধিত সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছি। আমাদের মতে ধারা ৫(২) তে বর্ণিত সম্মতিটি হতে হবে ''জ্ঞাত'' (informed) আর এই শব্দটি এখানে যুক্ত করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

সামগ্রিকভাবে ধারা ৫-এ যে বিধান যোগ করা হয়েছে, তা এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল এবং বিভিন্ন দেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু, এর সাথে সাথে চীনের আইন অনুসরণ করে আরও একটি বিধান যথাঃ "(১) জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং যুক্তিসঙ্গত পরিধির মধ্যে সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য;" বিবেচনা করা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়
উপাত্তধারীর অধিকার

অত্র অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা বিবেচনায় চতুর্থ অধ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংযুক্ত করা হয়েছে, যদিও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বেশ কিছু অধিকার বাদ পড়েছে, বিধায় সেগুলো এখানে যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। যেমনঃ জানার অধিকার (right to be informed), অর্থাৎ একজন তথ্যধারীর তথ্য কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তা জানার অধিকার তাঁর থাকবে। এ ছাড়া, পরিলেখাসহ স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্যধারীর অধিকার (right in relation to automated decision-making, including profiling) বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারের সময় একজন তথ্যধারীর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, যা জানার অধিকার একজন তথ্যধারীর বেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিধান, এই দুটি অধিকার সংযুক্ত করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

ধারা ১৩

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় ব্যক্তিগত তথ্য বহনযোগ্যতার (Portability) অধিকারটি কঠিন হতে পারে বলে, বিধি বা প্রবিধান দ্বারা এই বিধানটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি।

ধারা ১৪

ধারা (২) জনস্বার্থে বা আর্কাইভে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য মুছে ফেলতে অস্বীকার করার সুযোগ তথ্য নিয়ন্ত্রক বা তথ্য ব্যবহারকারীকে দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি এখানে তথ্যধারীর অধিকার বিবেচনায় তথ্যকে অজ্ঞাতনামে (pseudonymised) বা ছদ্মাকারে (encrypted) রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া, শ্রীলঙ্কার আইনে ''জনস্বার্থ'' বলতে কি বুঝায়, তা বিস্তারিত বলা আছে।

ধারা ১৫

এখানে তথ্যধারী "ক্ষতিগ্রস্ত" হলে তৎসম্পর্কিত কোনো ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করতে নিবৃত্ত করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এখানে "ক্ষতিগ্রস্ত" বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। এটি কি আর্থিক ক্ষতি না-কি মানসিক ক্ষতি, না-কি উভয় ধরনের ক্ষতি, তা স্পষ্ট করে দিলে ভালো হয় বলে আমরা মনে করি।

পঞ্চম অধ্যায়
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা

ধারা ২০

ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য এখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ব্যক্তিগত তথ্যকে অজ্ঞাতনামে (pseudonymised) বা ছদ্মাকারে (encrypted) রাখার বিষয়টি বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

ধারা ২১

জনস্বার্থ, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গবেষণার, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে “দীর্ঘকাল” ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ করার সুযোগ তথ্য নিয়ন্ত্রক বা তথ্য ব্যবহারকারীকে দেওয়া হয়েছে। এখানে ‘‘দীর্ঘকাল’’ বলতে কত বছর বুঝাবে, তা স্পষ্ট নয়। আমরা মনে করি বাণিজ্যিক তথ্য নিয়ন্ত্রক বা তথ্য ব্যবহারকারীরা চাইলে এই বিধানটির অপব্যবহার করতে পারে। তাই এখানে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং ব্যক্তিগত তথ্যকে অজ্ঞাতনামে (pseudonymised) বা ছদ্মাকারে (encrypted) রাখার বিষয়টি বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ধারা ২৩

এই বিধানটির প্রয়োগ সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদের প্রবিধান প্রণয়ন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আশা করি, তখন সুনির্দিষ্ট সময় [যেমনঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনে ৭২ ঘন্টা সময় বলে দেয়া আছে], ক্ষতির প্রকৃতি [যেমনঃ মানসিক বা আর্থিক ক্ষতি] এবং বাধ্যতামূলকভাবে কর্তৃপক্ষ এবং তথ্যধারীকে জানানো [mandatory data breach notification] সম্পর্কিত বিধানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ধারা ২৪ (৫)

আপাত দৃষ্টিতে চমৎকার এই বিধানটি কর্তৃত্ববাদী সরকারের অধীনে অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিধায় আমরা মনে করি, এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সেখানে তথ্যধারীকে অবগত করার বিধান আইনে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

ধারা ২৫(২)

তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তা-সম্পর্কিত এই বিধানটি যথার্থ নয় বলে আমরা মনে করি, কেননা একজন তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তা তথ্য নিয়ন্ত্রক বা তথ্য ব্যবহারকারীর অধীনে নিয়োগ পাবেন। তাই তার কাজ এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বোর্ডের কোনো নির্দেশ থাকার প্রয়োজন আমরা দেখি না।

এ ছাড়া, আমরা মনে করি সরকারি অধিকাংশ কাজে তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

ধারা ২৬

তথ্য সুরক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পনা (design) একটি চমৎকার ব্যাপার। তবে, আমরা মনে করি সকল শ্রেণীর তথ্য নিয়ন্ত্রক বা তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য এই বিধান করা অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে সরকারি সকল কাজে এটি বাধ্যতামূলকভাবে করা প্রয়োজন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের মানদন্ড ও নীতিমালা ব্যবহার করে। আমরা প্রত্যাশা করি ভবিষ্যতে প্রবিধান তৈরি করার সময় সেগুলো বিবেচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

ধারা ২৭ (ঙ)

আমরা মনে করি সংবাদ-মাধ্যম সংক্রান্ত (journalistic) এবং শিক্ষা-মাধ্যম সংক্রান্ত (academic) বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বর্তমানে মোবাইল ফোন এবং বিভিন্ন শক্তিশালী প্রযুক্তি যন্ত্রের আধিক্যের কারণে, যে কেউ যে কারও ভিডিও চিত্র ধারণ করে। এগুলোর অনেকগুলো সংবাদ মূল্য থাকলেও অনেকগুলো মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মারাত্মকভাবে বিঘ্ন করে। এ ছাড়া, শিক্ষা-মাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়টির সাথেও শিশুর গোপনীয়তা এবং অভিভাবকের আর্থিক তথ্যাবলীর মতো বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য জড়িত থাকে। তাই আমরা মনে করি, এই দুটি বিধানের সাথে আরও কিছু শর্ত যোগ করে এগুলো যুক্তিসঙ্গত পরিধির মধ্যে বিবেচনা করা উচিত।

এ ছাড়া, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত ব্যক্তিগত তথ্য, যেমনঃ কেউ যদি কেবল বন্ধুবান্ধব, পরিবারের বা নিজের আনন্দের জন্য ছবি তোলার কাজের মতো ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করেন, যা কোনো পেশাগত বা বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত নয়, তা এই বিধানের আওতার বাইরে রাখা যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়
বাংলাদেশ উপাত্ত সুরক্ষা বোর্ড গঠন ও প্রতিষ্ঠা

সারা বিশ্বে প্রচলিত এ সংক্রান্ত আইনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি থাকা।

যদিও ধারা ৩৪-এ বলা হচ্ছে যে, অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত বোর্ড উহার দায়িত্বপালন ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে, কিন্তু এই বিধানটির কার্যকারিতা এবং যথাযথতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায় কারণ নিয়োগ থেকে শুরু করে [ধারা ২৯(১)], সরকারের পূর্বানোমোদন ছাড়া বোর্ড এবং এর সদস্যরা কোনো দায়িত্ব ঠিকভাবে পালনই করতে পারবে না [উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ধারা- ২৯(৪), ধারা ৩১ (১), ধারা ৩৬, ধারা ৩৭ (১), ধারা ৩৮, ইত্যাদি], বা বলা যায় যে, তাঁরা ততোটুকুই পালন করতে পারবেন যতোটুকুতে সরকারের সম্মতি আছে। এ ছাড়া, ধারা ৪২ এ বলা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্যাগণ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ''জনসেবক'' (public servant) হবেন। তাই, আমাদের শঙ্কা জাগতেই পারে যে, বোর্ড ও এর সদস্যরা আদৌ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন কি-না।

বাংলাদেশের বাস্তবতা আমরা বুঝি। কিন্তু তারপরও উন্নত দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে আমাদের এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে, কেননা এই বোর্ড যদি স্বাধীন না হয় তবে এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ইউরোপীয় আইনের ৫২ ধারাতে এ নিয়ে বিস্তারিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা আছে। পাশাপাশি, জাতীয় ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অফিসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে International Conference of Data Protection & Privacy Commissions (ICDPPC) কিছু নীতিমালা

প্রণয়ন করেছে। কোনো দেশ উক্ত ICDPPC এর মতো মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই সে নীতিমালাগুলো অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার মতো সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য Paris Principle কিছু নীতিমালা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার সত্যিকার অর্থেই তথ্য সুরক্ষা বোর্ডের স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত থাকলে এই নীতিমালাগুলো বিবেচনা করতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়
ব্যক্তিগত উপাত্ত মজুদ ও স্থানান্তর-সংক্রান্ত বিধান

আমরা মনে করি যে, ব্যক্তিগত তথ্য মজুদ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের জন্য একটি অতি মৌলিক বিষয়। এ ছাড়া, আমরা আগেই বলেছি যে, এই ধরনের আইন প্রণয়নের দুটি বড় উদ্দেশ্য থাকে- তথ্যধারীর ব্যক্তিগত তথ্যের অধিকার এবং ব্যক্তিগত তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া, আমরা আবারও বলেছি, এ ক্ষেত্রে আমরা আরও বলেছি যে, আগামী বছর অর্থ্যাৎ ২০২৬ সালে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করবে তখন অনেক কিছুই বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে হবে।

এক্ষেত্রে, আমরা ভারতের উদাহরণ দিতে পারি যেখানে আইনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান যোগ করা হয়নি। অন্যদিকে, চীন সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে, তাদের আইনে বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপ করে হলেও ব্যক্তিগত তথ্যের প্রবাহকে উন্মুক্ত করেছে। যেমনঃ দশ লক্ষ সাধারণ তথ্য এবং এক লক্ষ সংবেদনশীল তথ্য স্থানান্তর করা হলে, ‘‘নিরাপত্তা অনুশীলন (security assessment)’, ব্যক্তিগত তথ্যের প্রভাব মূল্যায়ন (personal information impact assessment), ব্যক্তিগত তথ্যধারীর প্রকাশ্য সম্মতি (explicit consent of the data subject), সনদ-সম্পর্কিত বিধান (certification), সাধারণ ও আদর্শ মানসম্পন্ন চুক্তির ধারা (standard contract clause) ইত্যাদির বিধান অন্তকরে হলেও ব্যক্তিগত তথ্যের প্রবাহকে উন্মুক্ত করেছে। তাই, আমরা মনে করি ভবিষ্যতে প্রণীত বিধি এবং অন্তর্ভুক্ত প্রবিধানে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে। আপাততঃ ইউরোপের চর্চা এবং ইউরোপের আইনের ৪৫ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে দেশগুলোতে তথ্য প্রবাহ, মজুদ এবং স্থানান্তর করার বিধান যোগ করা যেতে পারে।

নবম অধ্যায়
ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা রেজিষ্ট্রার

তথ্য ব্যহারকারী বা তথ্য প্রক্রিয়াকারীদের নিবন্ধন নিয়ে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং আমরা মনে করি ঢালাওভাবে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত না করে এটি বিষয়ভিত্তিক হতে পারে। তথ্য প্রক্রিয়াকারীর শ্রেণীকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। এগুলো বিধি দিয়ে প্রণয়নের বিষয় নয়। এই অধ্যায়ে বিধানগুলো [ধারা ৪৬-৪৮] পড়লে বুঝা যায় যে, তথ্য ব্যহারকারী বা তথ্য প্রক্রিয়াকারীদের জন্য তালিকাভুক্তকরণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বোর্ড “মনে করলে” তালিকাভুক্তিকরণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ বিধানগুলো দেখে যথাযথভাবে ধারণা করা যায় যে, এই ব্যাপারটি ঐচ্ছিক একটি ব্যাপার। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই বিধানটি বাধ্যতামূলক করা দরকার এবং সেখানে শুধুমাত্র এমন তথ্য ব্যহারকারী বা তথ্য

প্রক্রিয়াকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যারা ব্যাপক হারে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করে থাকে, যেমনঃ টেলিফোন কোম্পানিগুলো, হাসপাতাল, আর্থিক-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি।

দশম অধ্যায়
অভিযোগ দায়ের, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি

এ অধ্যায়ে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে অতি সাধারণ কিছু বিধান করা হয়েছে। আমরা মনে করি ভবিষ্যতে এই অধ্যাদেশের অপব্যবহার রোধ করার জন্য এবং বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনা করে অপরাধ এবং এর শাস্তিগুলোকে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা দরকার।

ধারা ৫৫

এই ধারায় তথ্যধারী ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনা করে এই বিধানটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে প্রথমেই জরিমানা না করে ''সতর্কতা পত্র'' (warning letter) বা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (corrective measures) নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া, বিধানটিতে মানসিক বা আর্থিক ক্ষতি, বড় বা ছোট ক্ষতি, সামান্য বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির বিষয়গুলোও নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। আবার, যদিও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণের বিধান রাখা হয়েছে, কিন্তু আমরা মনে করি এখানে ক্ষতিপূরণ আদায় ও পরিমাণ সম্পর্কেও বিধান যুক্ত করে দেওয়া উত্তম হতো।

ধারা ৫৬

এটি একটি চমৎকার বিধান এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের উত্তম চর্চা অনুসরণ করে আমরা এই বিধানটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ও সমর্থন করি । কিন্তু, এই বিধানটি কিভাবে যথাযথভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে আমরা মনে করি আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা করার সুযোগ আছে। আমাদের জানামতে, বিশ্বের সবচাইতে বড় এবং নামকরা কোম্পানিগুলো, যেমনঃ গুগল, ফেসবুক, আমাজনের যারা বাংলাদেশের জনগণের তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয়।

গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু খসড়া অধ্যাদেশে বাদ পড়া কিছু বিষয় এবং আমাদের অতিরিক্ত কিছু সুপারিশ

আমরা আগেই বলেছি যে, এই খসড়া অধ্যাদেশ অতিমাত্রায় বিধি-নির্ভর এবং অনেক কিছুই আমরা এখনো জানি না, যা সরকারের পরিকল্পনায় বিবেচনাধীন বা আদৌ বিবেচনায় আছে কি-না। এমন বাস্তবতায় আমরা নিচের বিষয়গুলো উপস্থাপন করছি-

১। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত ঝুকি এবং ক্ষতি-সম্পর্কিত বিধানের অনুপস্থিতি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত ঝুকি, এবং ক্ষতি-সম্পর্কিত বিধানের অনুপস্থিতি। বর্তমান বাস্তবতায় এই বিষয়টি উপেক্ষা করার আর কোন উপায় নাই। এক্ষেত্রে তথ্যধারীর জন্য কিছু নতুন অধিকার যুক্ত করার কথা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। আমরা মনে করি পরিলেখাসহ স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধীন না হওয়ার অধিকার একজন তথ্যধারীর থাকা উচিত।

এ ছাড়া, আমরা মনে করি শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত (automated decision making) গ্রহণ করা হলে, তা পর্যালোচনার অনুরোধ করার অধিকার একজন তথ্যধারীর থাকা উচিত। শ্রীলঙ্কার আইনে একজন

তথ্যধারীকে এমন একটি অধিকার দেওয়া আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করে তার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যে কোনো সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার অধিকার একজন তথ্যধারীর থাকবে এবং তিনি একজন তথ্য নিয়ন্ত্রককে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর্যালোচনার অনুরোধ করতে পারবেন।

২। সংজ্ঞায় ‘‘গ্রাহক’’ (recipient) শব্দটির অন্তর্ভুক্তি

আমরা মনে করি, তথ্যধারীর সুরক্ষা বিবেচনায় ধারা ২-তে ‘‘গ্রাহক’’ (recipient) শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত এবং প্রয়োজনীয়। কারণ এমন হতে পারে যে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনো তথ্য প্রদান করার পর উক্ত তথ্য সেই প্রতিষ্ঠান এমন কোনো ব্যক্তির কাছে দিয়েছেন, যিনি আসলে ‘‘প্রক্রিয়াকারী’’ নন, শুধুমাত্র গ্রাহক। উদাহরণস্বরূপঃ কোনো অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সহকর্মী, নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত ব্যক্তি, ইত্যাদি। এমন ব্যক্তি যেহেতু উক্ত তথ্যের সাময়িক গ্রাহকমাত্র এবং বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যায় যে, এমন তথ্যের ব্যাপক অপব্যবহার হয় এবং অনেক সময়ই তা তথ্যধারীর নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করে, তাই এ শব্দটির সংজ্ঞা এবং এ সম্পর্কিত বিধান অধ্যাদেশ যোগ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

৩। গোপনীয়তা সংক্রান্ত নোটিশ বা বক্তব্য সম্পর্কিত বিধানের অনুপস্থিতি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে স্বচ্ছভাবে ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়া করার ওপর জোর দেওয়া হয় অর্থাৎ ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত একজন ব্যক্তি যেন বুঝতে পারেন কীভাবে এবং কেন তাঁর তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়া ও ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণে তাঁর কী কী অধিকার রয়েছে। তাই, বিশদ, সহজ ও বোধগম্য ভাষায় এবং সহজে দৃশ্যমান গোপনীয়তা সংক্রান্ত নোটিশ বা বক্তব্য (privacy policy বা personal data protection statement) উপস্থাপনাকে এমন আইনের অন্যতম মূলভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। আমরা মনে করি, এমন বিধান সংযুক্ত করা তথ্যধারী ব্যক্তির অধিকারের প্রশ্নে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমাদের আইনে এই বিধানটি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

এমন বিধান করা হলে, তথ্য নিয়ন্ত্রকদের অবশ্যই তথ্যধারী ব্যক্তিদের কাছে সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ এবং সহজে বোধগম্যভাবে, পরিষ্কার ও সাধারণ ভাষায় নির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। যেমনঃ

- নিয়ন্ত্রকের পরিচয় ও যোগাযোগের বিবরণ;
- তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের বিবরণ;
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য ও এর আইনি ভিত্তি, প্রয়োজনে বৈধ স্বার্থের উল্লেখ;
- সংগৃহীত ব্যক্তিগত তথ্য গ্রাহক বা গ্রাহকদের শ্রেণিবিন্যাস;
- আন্তর্জাতিক তথ্য স্থানান্তরের বিবরণ;
- ব্যক্তিগত তথ্য কত দিন সংরক্ষণ করা হবে, অথবা যদি নির্দিষ্ট না হয়, তবে সেই সময় নির্ধারণের মানদণ্ড;
- তথ্যধারীর অধিকারসমূহ— যেমন তথ্যে প্রবেশ, সংশোধন, মুছে ফেলা, প্রক্রিয়াকরণ সীমিত করা, প্রক্রিয়াকরণে আপত্তি জানানো এবং তথ্য স্থানান্তরযোগ্যতা;

- প্রযোজ্য হলে, সম্মতি প্রত্যাহারের অধিকার এবং বোর্ডের মতো কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার অধিকার;
- কোনো চুক্তিতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান না করলে তার পরিণতি;
- স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রোফাইলিং থাকলে তার অস্তিত্ব এবং তথ্য বিষয়ভুক্ত ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব; এবং,
- যদি নিয়ন্ত্রক বিদ্যমান তথ্য নতুন উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়া করতে চায়, তবে তা শুরু করার আগে উপরের তথ্যগুলোসহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তথ্যধারীকে জানাতে হবে।

বাংলাদেশের সরকারি অফিসে কি কি সেবা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে যেমনঃ সিটিজেন চার্টার আছে তেমনি গোপনীয়তার পলিসি বা নোটিসকে বাধ্যতামূলক করার বিধান যোগ করার প্রস্তাব করছি।

৪। অনলাইন গোপনীয়তা সম্পর্কিত বিধানের সুস্পষ্ট অনুপস্থিতি

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে অনলাইন গোপনীয়তা যেমনঃ কুকি (cookies), বিরক্তি ও যন্ত্রণাদায়ক বার্তা (spam) অবস্থান বিষয়ক তথ্য (location data), ট্রাফিক-বিষয়ক তথ্য, লগ, আইপি-বিষয়ক তথ্য, ইত্যাদি বিষয়ক বিধান এই অধ্যাদেশে যোগ করার জন্য প্রস্তাব রাখছি। আমরা দেখেছি যে, আগের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক মত ও দলীয় সভাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই বিষয়গুলো, বিশেষ করে অবস্থান বিষয়ক তথ্য (location data), ট্রাফিক-বিষয়ক তথ্য, লগ, আইপি-বিষয়ক তথ্য, ইত্যাদির অপব্যবহার করেছে।

এক্ষেত্রে, অত্র খসড়ায় কিছু বিধান পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এটি যে যথাযথ নয়, তা বোঝার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেখানে দেশটির ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন বিশ্বের অন্যতম সেরা, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ হিসেবে ইউরোপিয়ান কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পাওয়ার পরও দেশটি অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যের সুরুক্ষার সম্বলিত সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে।

একইভাবে, বর্তমান খসড়াতে তথ্যধারীকে ''নিবৃত করার'' (prevent) অধিকার দেওয়া হলেও এটি যথেষ্ঠ নয়। এক্ষেত্রে স্পষ্ট সম্মতির বিধান যোগ করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবার Do not call register রেজিষ্ট্রার নামে ভিন্ন ব্যবস্থা চালু আছে। বাংলাদেশের কথা বিবেচনায় বড়-ছোট বা কম-বেশি সদস্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে এই আইনে এ বিষয়ক বিধান যোগ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা-বিষয়ক শক্ত আইন থাকার পরেও জাপান, কানাডা, হংকংয়ের মতো দেশ স্প্যাম বা বিরক্তিকর ও যন্ত্রনাদায়ক বার্তাকে নিবৃত করার বিধান সম্বলিত আলাদা আইন করেছে।

৫। অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারাতে উদাহরণ (Interpretation) যোগ করা

এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যা, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গোপনীয়তার ধারণা বা এর গুরুত্ব স্পষ্ট নয়। "তথ্যের গোপনীয়তা" বা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি বাংলাদেশের বেলায় নতুন বলে আমরা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির মতো আইনের অনুসরণে এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন বিধানে ''উদাহরণ'' [interpretation] যুক্ত করার প্রস্তাব করছি। ভারতের ক্ষেত্রেও এই চর্চাটি লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপঃ ভারতেই আইনের ধারা ৩(গ)-তে বলা হচ্ছে যে, আইনটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—

(১) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ব্যক্তিগত বা গার্হস্থ্য উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত তথ্য; এবং

(২) এমন ব্যক্তিগত তথ্য যা প্রকাশ করা হয়েছে বা প্রকাশ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে—

(ক) সেই তথ্যের সাথে সম্পর্কিত ডেটা প্রিন্সিপাল (ব্যক্তি) নিজেই; অথবা
(খ) অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি ভারতের প্রচলিত কোনো আইনের অধীনে উক্ত ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতায় রয়েছেন।

উদাহরণ:
ব্যক্তি X, তার মতামত প্রকাশ করার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করেছেন। এই ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে না।

আমরা মনে করি, অত্র অধ্যাদেশে এমন বিধানের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬। জনস্বার্থ বা শ্রেণীস্বার্থ মোকদ্দমার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ৫৮-তে বিকল্প পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিধানটি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি আমরা সাধুবাদ জানাই। তবে, আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মানুষের আর্থিক-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে জনস্বার্থ বা শ্রেণীস্বার্থ মোকদ্দমার (public interest litigation, class action suit) বিষয়টি বিবেচনা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৭। শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-সম্পর্কিত বিধানের অন্তর্ভুক্তি

যদিও খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ৮-এ শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান যোগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়া করতে পারবে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা মনে করি এ বিষয়ক বিধান আরও বিস্তৃতভাবে এই অধ্যাদেশেই যোগ করা প্রয়োজন যেখানে বিধান করা হবে যে, তথ্য নিয়ন্ত্রক বিশেষ করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেন শিশুর ওপর নজরদারি, আচরণগত পর্যবেক্ষণ বা শিশুদের লক্ষ্য করে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে না পারে। এ ছাড়া, এই কাজ গুলি যে করা হয়নি, তা নিশ্চিত করতে তথ্য নিয়ন্ত্রক যথাযথ প্রযুক্তি গ্রহণ করবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিশুর পক্ষে যে যথাযথ সম্মতি দিয়েছেন বা অনুমোদন করেছেন, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রকের ওপরই বর্তাবে।

৮। তথ্যধারীর প্রতিনিধি মনোনয়ের অধিকার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায়, আমরা মনে করি ভারতের আইনের আদলে তথ্যধারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে থাকা মানুষদের কথা বিবেচনা করে প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার বিবেচনা করা সংগত। এছাড়া, এমন বিধানের অন্তর্ভুক্তি তথ্যধারী ব্যক্তির মৃত্যু বা যে কোনো ধরনের মানসিক অস্থিরতা বা শারীরিক দুর্বলতা বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের অধীনে তাঁকে বিভিন্ন অধিকার প্রয়োগে সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি।

৯। তথ্যধারীর দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধানের অন্তর্ভুক্তি

যদিও সচরাচর অন্য দেশের এমন আইনের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়, তবে আমরা মনে করি, আইনের বিভিন্ন বিধানের অপব্যবহার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা চিন্তা করে ভারতের আইনের অনুসরণে বাংলাদেশের আইনে তথ্যধারীর দায়িত্ব সম্পর্কিত কিছু বিধান যোগ করা যেতে পারে। যেমনঃ ভারতের আইনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, একজন তথ্যধারী নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন, যথা:—

(ক) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রয়োগ করার সময় সেই সময়ে বলবৎ থাকা প্রযোজ্য সকল আইনের বিধানসমূহ মেনে চলা;

(খ) নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য প্রদানকালে অন্য কোনো ব্যক্তির পরিচয়ে প্রতারণা না করা;

(গ) কোনো নথি, ইউনিক আইডেন্টিফায়ার, পরিচয় প্রমাণ বা ঠিকানার প্রমাণ (যা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে) প্রদানের সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য গোপন না করা;

(ঘ) কোনো তথ্য নিয়ন্ত্রক বা বোর্ডের নিকট মিথ্যা বা উদ্দেশ্যহীন অভিযোগ বা অভিযোগপত্র দায়ের না করা; এবং

(ঙ) এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে সংশোধন বা মুছে ফেলার অধিকার প্রয়োগের সময় কেবলমাত্র যাচাইযোগ্যভাবে প্রামাণ্য তথ্য প্রদান করা।

১০। তফসিলে অপরাধের তালিকা এবং বিদ্যমান আইনের সাথে সম্পর্ক

আমরা মনে করি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনের মতো করে এই অধ্যাদেশের তফসিলে অপরাধের তালিকা দেওয়া এবং বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য বিদ্যমান আইনের কোন কোন বিধান সংশোধন করা হবে, বা হয়েছে তার তালিকা যোগ করা উত্তম।

১১। প্রশিক্ষণকে তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ

এ ধরনের আইনের বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম বলে আমরা মনে করি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও আইনের বিধানের আলোকে এ বিষয়টিকে ধারা ২৫-এ তথ্য সুরক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ।

১২। বিবিধ

আমরা আগেই বলেছি যে, বিশ্ব ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের আনুষ্ঠানিক পথচলা প্রায় ছয় দশকের। কিন্তু, বাংলাদেশ বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন বলবৎ নাই। মানুষকে মানুষ হিসেবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই আইনের বিধান এবং এর বিভিন্ন দিকের উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের চমৎকার বিধান নিজেদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেখান থেকে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা চাইলে অনেক কিছুই ধার করতে পারে।

আমরা প্রত্যাশা করব, এই অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করার আগে বা বিধি ও প্রবিধান তৈরি করার সময় আইনগত প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক অনুশীলন (Legitimate Processing Impact Assessment), গোপনীয়তার প্রভাব-বিষয়ক অনুশীলন (Privacy Impact Assessment), বাধ্যতামূলক কর্পোরেট বিধি (Binding Corporate Rules), চুক্তির অনুসরণীয় বিধান (Standard Contract Clause), ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে।